হইবে। অনেক স্থলে রাস্তা প্রস্তুত করিতে গেলে পূর্ব্বে মাটি ফেলিয়া সে সকল স্থান ভরাট ও বাঁধ দ্বারা বন্যাবন্দ করিতে হইবে এবং লোকের জল পথের সুবিধা যাইবে ও স্থল পথেরও কিছু মাত্র সৌকার্য্য হইবে না। আবার বাঙ্গলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশের অনেক অনেক স্থলে কোন রূপ যত্ন দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট রাস্তা প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। এ সমুদয় স্থলে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কি উপায়ে পথকর দ্বারা লোকের উপকার করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে প্রণালীতে কাজ করিতেছেন তাহাতে যে কোন স্থলে ইহার দ্বারা উপকার হয় তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। পথকর কমিটীর মেম্বরগণ অনেকে ভিন্ন জেলার লোক, আবার তাহার মধ্যে কুঠিয়াল, জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিই অনেক। ইহাতে প্রজার পক্ষ লোক মোটে নাই বলিলেই হয়। যেমন নাগরিকি মিউনিশিপ্যালিটীর দ্বারা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের বাটীর নিকট ভাল রাস্তা, জল সিঞ্চন, ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি হয় এবং দরিদ্র করদায়ী প্রজারা নানা রূপ কষ্ট ভোগ করে, পথকর কমিটীর মেম্বর দ্বারাও অনেকস্থলে নীলকুঠিয়ালগণ তাহাদের কুঠি গতায়াতের নীলের গাড়ী আসিবার এবং অন্যান্য সুবিধা, জমিদারেরা আপনাদিগের হাট বাজারের সুবিধা, হাকিমেরা মফস্বলে গমনের রাস্তা সমুদয় যাহাতে ভাল হয় তাহার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদিগের অতি অল্প সুবিধা হইবে। এতদ্ভিন্ন ডিউক অব আরগাইল ব্যবস্থা করেন যে পথকরের কমিটীতে তৃতীয় অংশের অধিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি থাকিতে পারিবেন না। ডিউকের এরূপ নিয়ম করার অভিপ্রায় যে পথ করের উপরে প্রজাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে, কিন্তু লেফটেনেণ্ট গবর্ণর পদে পদে ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, জাহানাবাদ, সারণ, ত্রিপুরা প্রভৃতি পথকর কমিটী ইহার উদাহরণ। পূর্ব্বে জেলার অধিকাংশ রাস্তা ঘাট ফেরিফণ্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত, পথকর নির্দ্ধারণ অবধি এ সমুদয় কেবল পাবলিকওয়ার্ক দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ফেরিফণ্ডের রেট ছিল হাজার ফুট ২ টাকা, পবলিকওয়ার্কের রেট হাজার ফুট ৩ টাকার অধিক। সুতরাং ফেরিফণ্ডের দ্বারা পূর্ব্বে যে ব্যয়ে কাজ হইত পবলিকওয়ার্ক দ্বারা অন্যূন তাহার দেড় গুণ ব্যয়ে কাজ নির্ব্বাহ হইবে অথচ কাজের কিছু মাত্র তারতম্য হইবে না॥ এক জন মাজিষ্ট্রেট ১৫০ হাজার টাকার কাজ ন্যূনাধিক ৫ হাজার টাকায় ফেরিফণ্ডের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, পথকরের দ্বারা যত টাকার কাজ হইবে তাহার শিকি পবলিকওয়ার্কের কর্ম্মচারিরা ষ্টাব্লিশমেণ্ট বলিয়া লইবেন অর্থাৎ ১৫০ হাজার টাকার কাজ নির্ব্বাহ করিতে পবলিকওয়ার্ক বিভাগ শাড়ে শাঁইত্রিশ হাজার টাকা ষ্টাব্লিসমেণ্টের খরচ লইবেন অর্থাৎ পূর্ব্বে একজন মাজিষ্ট্রট দেড় লক্ষটাকায় যে কাজ নির্ব্বাহ করিতেন, পবলিকওয়ার্ক উহা নির্ব্বাহ করিতে এখন অন্যূন ২২৫ হাজার টাকা লইবেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবরা যাহা ৫ হাজার টাকায় ষ্টাবিলিসমেণ্ট সমাধা করিতেন, উহার নিমিত্ত পবলিকওয়ারক বিভাগ শাড়ে শাঁইত্রিশ হাজার টাকা ষ্টাব্লিশমেণ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবেন। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর পথকর দ্বারা যদি প্রকৃত প্রজার হিত করিতে চান তবে এই সমুদয় বিষয়ের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

—:০:—

পাওনিয়ার এদেশে একটী সৈনিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে এদেশীয়গণ সৈনিকশাস্ত্র শিক্ষা করিবেন। এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব এবং আমাদের দেশীয় সকলের এবিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

লেফটেনেণ্ট গবরণর নিয়ম করেন য যাহারা ড্রইং, সর্বেইং প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে না পারেন তাহারা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি পাইবে না। এই নিমিত্ত উপরি উক্ত কয়েক বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর স্বতন্ত্র একটি পরীক্ষা হইবে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে কৃষ্ণনগর কালেজ, যশোহর স্কুল, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল, ইউনিবর্সিটি হল প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার্থীগণকে এক টাকা ফি দিতে হইবে।

গবরণর জেনারেল নিয়ম করিয়াছেন যে যদি কোন আরজির লিখিত মকর্দ্দমা আদালতের নিকট বিচার যোগ্য বিবেচনা হয় অথচ নির্দ্ধারিত ফরম অনুসারে উহা প্রস্তুত না হওয়ায় আরজি ফেরত হয়, তাহা হইলে উক্ত আদালতের সার্টিফিকেট লইয়া যে জেলায় মকর্দ্দমা উপস্থিত হয় তথাকার কলেকটরিতে দরখাস্ত করিলে কলেকটর আরজি যত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন।

—:০:—

জরিপ শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইবে। পরীক্ষার স্থান আপাততঃ প্রেসিডেন্সী কালেজ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরীক্ষা ইংরাজি ও বাঙ্গলায় হইবে। ফেব্রুয়ারি ও আগষ্টের প্রথম সোমবারে পরীক্ষা হইবে। ইংরাজিতে পরীক্ষা যাহারা দিবেন তাহাদের ৪ টাকা এবং বাঙ্গলাতে যাহারা দিবেন তাহাদের ২টাকা ফি দিতে হইবে। ইহাদের পরিমিতি জরিপ এবং ড্রইং এই তিন বিষয়ে পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার দিন হইতে তাহার এক মাস পূর্ব্বে কোন ভাষায় পরীক্ষা দিবেন তাহা কালেজের প্রিনসিপেলকে জানাইতে হইবে ও ফিও সেই সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। লিখিত পরীক্ষার মার্ক ১০০ এবং মাঠেরজরিপ প্রভৃতি সমুদয় বিষয় কাজে কিরূপ শিক্ষা হইয়াছে তাহার পরীক্ষা হইবে। তাহার মার্ক ২০০ হইবে। অর্দ্ধেক মার্ক না পাইলে কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন না।

নবীন আপনার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া মাজিষ্ট্রেটের হাতে আপনাকে অর্পণ করে। স্ত্রীহত্যা দ্বারা তাহার স্ত্রীর ধর্ম্মভ্রষ্টতার কথা স্মরণ হয়াতে নবীনের জীবনের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হয়। সে এই নিমিত্ত জীবন ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অধীর হয় এবং মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাবত বৃত্তান্ত বলিয়া তাহাকে সত্বর ফাঁশী দেওয়ার আজ্ঞা হয় এইরূপ প্রার্থনা করে। তখন নবীনের যদি ফাঁশী হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিত। কিন্তু সময়ে নবীনের জীবনের আশা পুনরুদ্রেক হইয়াছে। নবীনকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন, মহান্তের এবং তাহার মকর্দ্দমা একত্রে হইবে। এখন যদি তদ্বির করা যায় তবে তাহার রক্ষার উপায় হইতে পারে। মহান্ত ধনী, সে কলিকাতা হইতে বড় বড় বারিষ্টার লইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সমুদায় দোষ নবীনের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। নবীনের এই নিমিত্ত একজন ভাল বেরিষ্টার লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কলিকাতা হইতে একজন ভাল বেরিষ্টার লইতে হইলে অন্যূন ৩ হাজার টাকারকমে হয় না। কিন্তু নবীনের অবস্থা অতিমন্দ। এই নিমিত্ত সাপ্তাহিক সমাচারের সম্পাদক এই বিষয়ে একটী চাঁদা খুলিয়াছেন। আমরা ভরসা করি এ বিষয়ে সকলে যথা সাধ্য সাহায্য করিবেন। এবং যে জাতির মধ্যে লক্ষ টাকা ব্যয় দ্বারা মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করা, বিবাহ প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে শত শত ঋণগ্রস্থ কারাগার বাসীদিগকে মুক্তি করার প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে একজন ব্রাহ্মণের সন্তান এবং যিনি এইরূপ বিড়ম্বনা দ্বারা বিপাকে পড়িয়াছেন তাহাকে রাজ দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ৩ হাজার টাকা যদি না উঠে তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে।

—:০:—

নূতন নিয়মানুসারে শ্রীহট্ট আসাম রাজ্যের অন্তর্গত হইতেছে। শ্রীহট্টবাসীরা এই বিষয়ের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত একটী সভা করিয়াছেন। সভা হইতে সত্বর একখানি দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইবে। শ্রীহট্টে শিক্ষার বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। শ্রীহট্টের যে সমুদয় যুবকেরা কলিকাতায় অবস্থিতি করেন তাহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে কোন অংশে এদেশীয়গণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন, সুতরাং তাহাদের রাজ্য ননরেগুলেশন বিভাগের মধ্যে পরিবেষ্টিত হইলে তাহাদিগকে অত্যন্ত গ্লানি করা হয়।

—০—

সম্প্রতি স্মলকজকোর্টের বিচার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যেখানে ভূমি এক জনের এবং ভূমিতে যে গৃহ থাকে তাহা অপর ব্যক্তির স্বত্ব হয় সেখানে ঘরের ট্যাক্স ভূমি ও গৃহ স্বামী উভয়ের নামে বার হইবে। গৃহে যাহারা অবস্থিতি করিবে তাহাদিগকে আলোর ও পোলিসের ট্যাক্স দিতে হইবে। কোথাও কোথাও এই দুইটি ট্যাক্স গৃহস্বামীর উপর বার হইবে কিন্তু তিনি উহা উক্ত গৃহে যে প্রজা অবস্থিতি করে তাহার নিকট হইতে পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন। জলের ট্যাক্স গৃহস্বামী প্রথম দিবেন কিন্তু উহার তিন ভাগ তিনি প্রজাদের নিকট হইতে পাইবেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY, SEPT 4th, 1873

The September number of the Bengal Magazine is just to hand. We have also to acknowledge with thanks the first number of Malone's Shakespere which is being reprinted in parts by Babu Beni Madhub Ghose. This enterprising publisher hopes to complete the whole work of Shakespere in 60 parts each part containing 72 pages. The present number contains the Play of Tempest. The printing of this publication has been executed so beautifully that we could hardly distinguish it from English printing. We hope the public will encourage the enterprising publisher.

———:o|o:———

It appears no one wishes to take the responsibility upon himself of having selected the Finance Committee witnesses from Bengal. Sir George Campbell declines to take the responsibility, so does Lord Northbrook. Did then the witnesses select themselves? We are exceedingly glad to learn that the Orrissa Zemindar is a young man of intelligence and independent and public spirit. We hope he and the others will dilligently apply themselves to the task they have taken upon themselves, for they will have scarcely another such opportunity of serving their own country. The Orrissa Zemindar should at once come to Calcutta for advice and help.

———ooo ———

The case of the insolent and rude munsiff of Dacca published by the *Bengal Time* and copied from it by the *Englishman* has filled us with indignation, sorrow and surprise. Surely a man holding such an important post under Government should have known better, the respect due to a gentleman who attends his court and the etiquette as universally recognized by the Government. The facts of the case as published by the *Bengal times* are these. A gentleman, whether European, Armenian, or Eurasian is not stated but undoubtedly with a hat and a coat attended the court of the Moonsiff to attest and verify two *Mooktearnamas*. The gentleman was evidently in a very great hurry, but the "overbearing" and "unpolite" moonsiff did take no notice of the fact and continued to hear the case which engaged his attention then and which the pleaders were arguing, without at all seeking the convenience of the important personage, who stood then in the court and whom, the gentleman is positive, the moonsiff saw. Surely the pleaders, the plaintiff, the defendants and the witnesses might have waited only a few minutes and sought the convenience of the gentleman, for he was in a hurry and did not like to dance attendance at court. The clear duty of the moonsiff was to stop all work at the entrance of the gentleman, to come down to receive him, to give him a chair, to finish the businsss which induced the gentleman to honor his court with a visit, to inquire whether he had any further commands and then to recall the witnesses and the pleaders whom a superior duty obliged him to interrupt. We hope the gentleman will be graciously pleased to pass over this first offence of this erring moonsiff. To err is human to forgive divine.

———ooo———

The *Englishman* makes the following judicious remarks regarding the anti-landlord combination which it appears is spreading all over the country:—

The Government has attempted nothing beyond the suppression of actual violence, if indeed it has not encourged passive resistance to the demands of the landlords for rent. While every pain has been taken to assure the rayats that they have the sympathy of Government with them in resisting unlawful demands, none whatever has been taken to convince them that they will forfeit that sympathy by resisting lawful demands.

Unless the Government desire to ruin the zemindar, it should at once take measures to do this; and if rents are still withheld it should pass a special law for the punishment of rayats who persist beyond a certaintime in withholding rents at the rates previously paid by them.

From all that we hear, we entertain little doubt that it is to the injudicious actions and expressions of some of the local authorities that the present serious state of things is due, and nothing would tend more to restore order, and disabuse the rayats of the false impressions that have seized them, than the transfer of the officers concerned. Experience of the country should have told Mr. Nolan that nothing is more certain to impel ignorant natives into wrong than counselling them too pointedly to go in for their rights; for they are for the most part utterly incapable of drawing the line. Between implicit obedience and defiance *outrance* there is for men of their type generally no middle course.

If this rent union had benefited the ryots we could have wished them God speed, but it served neither them nor the zemindars, on the contrary it ruined both the classes. As regards the special law hinted at by the *Englishman*, we think it is unnecessary. Let the Zemindars and the ryots alone, and they will adjust their disputes between themselves.

———

Jail Oppression or Reformation—Will nothing rouse our countrymen to direct their attention a little to the changes which have been silently introduced into our jails under the direction of our Lieutenant Governor? We sometimes ago attempted to draw the attention of the public to these changes, but nether the press nor the public are to be roused from their selfish lethargy. Indeed we must mention one exception here. That most energetic and patriotic body, the Rajshye Association have responded to our call and taken up the cause of those most unfortunate of human beings the inmates of our jails. They requested the British Indian Association to take lead into the matter but the British Indian Association thought the matter too beneath their notice and refused to unite with Rajshye! We are disposed to admit that this apathy of our countrymen proceeds more from ignorance and a mistaken sense of justice than heartlessness. What pity to a criminal, says the Englishman, and the Bengallee has forgot his nature and learnt the sentiment from the Englishman. Without at all going into the question whether corporeal punishment is necessary or proper for a criminal, we can point out one important fact at least, which, we believe, will be readily admitted. What is discipline to the ferocious and irrepressible Anglo-Saxon is sheer cruelty to the mild and gentle Hindoo, and what corrects an Anglo-Saxon may kill a Hindoo. Thus the method of correction found proper amongst the sterner inhabitants of Europe has been introduced amongst the weak and sickly inhabitants of Bengal. Thirty stripes vigorously applied may cool the hot blood of the stalwart English, but the same thirty stripes to a half dead Bengallee weighing only eighty pounds for a similar offence may kill rather than heal. However this idea was imported along with the English and Sir George Campbell is no more to be blamed for it than Dr Mouat for the recent changes introduced by Sir George. The native prisoner costs the State one anna and half per head, but the European prisoner costs 10 as to two rupees. This difference is justified on the ground that Europeans are accustomed to live better and it is necessary for the sake of their health to give them such food which they are used to. A native however rich is fed with coarse rice and dal. A man used to live upon the finest rice and all the delicacies the country capable of producing, is fed similarly with the poorest, and the consequence is, the better classes generally fall ill and oftentimes die immediately after their entrance into the jail. In the case of Europeans the plea of health is taken advantage of but in the case of natives no importance is attached to that plea and a second plea that criminals are sent into the jail for their punishment and not enjoyment is urged. But even this idea of the impartial distribution of ration was imported along with the English, and Sir george Campbell should not be held responsible for it. Manual labour may not be a very great punishment for a laborer but manual labor to an intellectual man, to a man belonging to the gentleman class never used to labor by the hand is a punishment which he oftentimes cannot survive. A gentleman and a highly intellectual man and a day laborer, are both imprisoned for one month with labor for committing riots. Both are employed in dragging the oil machine; the laborer no doubt suffers but the gentleman pines away and dies. This idea is also an old one but Sir George has greatly improved and expanded it. This idea of enforcing discipline amongst the inmates of the jail, of half starving them for their crimes, and giving them works they or human beings never used to perform had its effect upon the inmates of our jail. Of the prisoners incarcerated for a short term, *from forty to fifty died in a thousand.* Thus was the state of our jails when our Lieutenant Governor took the entire management of them into his own hands. The principle that he urged was this: that hitherto everything has been sacrificed to sanitary consideration but now judicial consideration must have a preference. That for judicial consideration if necessary the healths or even the lives of the prisoners must be sacrificed. This was the principle he urged. There must be a strict discipline in the jails even if that discipline costs the lives of the prisoners. The principal feature of this discipline was this, the shorter the term of the prisoner the more severely he ought to be punished. He admitted that the Bengallees pine away into death under strict discipline, he admitted, that the short term prisoners increased the death rate of our jails, he admitted all these and he admitted also that if his principle is carried into effect, the death rates will increase largely. But he was not to be persuaded to forsake his principle though he knew it would cost the lives of human beings, whose liberty the Government has deprived them and whom Government has taken under its protection. This barbarous and inhuman principle, so incompatible with the kind and generous heart of Sir George Campbell, sent a shudder through our frame, and in desperation we loudly called on our countrymen to defend themselves from this inhuman measure. That call as we said was not responded to. And Mr. Campbell's principle is being carried out. The nature, and tastes of the Anglo. Saxons are inherently different from those of the natives. The exercise of cruelty on whatever grounds shocks the nerves of the fragile and effeminate Bengallee, but it gives a positive pleasure, an enjoyment akin to the pleasures of the palate to a certain class of Europeans When a gentleman or a man of the gentleman class is imprisoned the Magistrate or the Sessions Judge who sent him to Jail goes personally to see that he is properly punished; no such favor is shown to the poorer classes who escape, being beneath the notice of the district authorities. But the authorities never lose sight of the prisoners belonging to higher classes and this is another reason why the higher classes so largely die in our jails. Readers! have you ever seen a *tictickee*, a thing indespensible for our Jails? Well, a *tictickee* is used to secure the hands and feet of the prisoner who is to be flogged. The Superintendent rises every morning and visits his little kingdom of which he is the sole and absolute master. His first duty is to try the cases, and one is adjudged to receive 30 stripes for smoking, another, 25 stripes for chewing betel, another, to receive the same punishment for not doing his usual daily work and thus a number of men is taken to the *tictickee*. Each stripe *must* bring forth blood or that stripe is adjudged no stripe and while the prisoner is thus being disciplined, the superintendent enjoys the infinite pleasure of witnessing it. The music of their agonizing cries gives him pleasure rather than pain, and oftentimes to augment his enjoyments he takes the whip in his own hands to apply them more vigorously. Who would not prefer a month's imprisonment more to such lashes upon the bared back? This disciplining over, he then imposes severer tasks upon those who committed a lighter offence and a lighter task upon felons. Thus a rioteer is sent to the oil machine and a dacoit to comb the jutes. Now there are four kinds of labor as classified in our Jails, first, second, third and fourth. The first class labor wears out the most and the first class laborers increase the death rates. These laborers are selected from those who committed a light offence who in any other

country would have been merely fined and set at liberty These prisoners no doubt repent why did they not commit a graver offence and curse the Magistrate who imprisoned them for so short a term. One of these Superintendents so fully carried out this principle of Sir George that he *yoked such prisoners to native ploughs and tilled the ground*, but the fact was published in this Paper and even Sir George saw that the principle might be carried too far and the practice was dropped. The labors of a *mehter* are comparatively light and are placed under class 3. Under ordinary circumstances a Hindoo would prefer to submit to thousand deaths than take to the revolting duties of a *mehter* But Hindoos of tolerably good caste have been found willing enough to turn a mehter than work as a first, second or third class laborer! We have thus given certain facts to show how the principle of Sir George is working in the muffussil and we reserve a great many for future issues. Recruiters, to supply this terrestrial pandemonium with victims, with irresponsible powers have been let loose all over the country. Thus, there will be no want of inmates in our Jails, as long as the Police applauded or rewarded for hunting up cases false or true matters not, and pardoned if found guilty of torture, recruit for the Magistrates and the Magistrates with summary powers rewarded and promoted for the full exercise of these powers, recruit for the Jail.

—:o:—

THE CASE OF DENO NATH MITTRA—Far to the north of Jessore at a distance of some forty miles from the Sudder Station lies the subdivision of Magoorah. Being a quite out of the way place, it is scarcely known to the civilized people of cities and towns, but its presiding genius and supreme ruler, no less an important personage than a First Class Deputy Magistrate and an East Indian to boot is determined to give it a world wide notoriety. There are few European planters who reside in this subdivision, and our wise Government therefore makes its a point never to send any but a European or East Indian executive to take charge of this sub-division. We do not happen to know this Deputy Magistrate personally, but we are told much thinking has made him completely bald and the good cheers of the planters a little fat in the belly. But without waiting to describe his person we shall at once proceed to give an account of the case which called forth the above remarks. We have received the following correspondence on the subject.

"It may be in the recollection of your readers that sometime ago you published a letter signed by one Deno Nath Mittra loudly complaining against the oppression committed upon him by the people of the indigo planter of Chowleah factory 3 miles from Magoorah. He was suffering from that most painful of all diseases the asthma when two *peadas* from the factory called on him, abused him grossly and then forcibly took him away. He was also illegally detained at the factory and was insulted by the Amlas of the planter. He filed a petition to that effect in the court of Mr. Deare the Deputy Magistrate, who after taking down the evidence of some of the witnesses considered the statement of the plainliff as "utterly false" and dismissed the case and discharged the defendants. I have myself gone through the papers connected with the case and am struck at the curious decision arrived at by the Dy. Magistrate. But I shall presently show how gross injustice has been done to the plaintiff. The following statement was made by the plaintiff.

"The peadas now in Court Feloo Roy and Aunath Sing came and said, come to the factory. I said I was too ill. They insisted and said you must come. Aunath Sing pulled me by the hand off my Verandah into the Court yard. This was about two half O' clock P. M. and the two men took me to the factory at about 4 P. M. to the Bashabaree. Sree Nath Sing (an Amlah) was there in the Shaheb's office. I told him his peons had insulted me. On this Sing himself insulted me. He then told the two peons to get the money out of me. They pulled me away to the north and commenced to abuse me and say pay the money. Sing then came and said take him to Shaheb. We went and Shaheb said why dont you pay. The Shaheb said you must pay. I went back to the Bashabaree and was there till 10 P. M. when Omesh Chunder Sen became my security and I went home."

Of the eight witnesses cited by the plaintiff the Dy. Magistrate took down the evidence of four only. All these hold lands under the planter and are so afraid of the *Kootial Shaib* as to tremble at his name. Deno Nath is a man of no position and can have no influence over them. Yet one of these witnesses Horomonee an old washerwoman deposes on oath that 'the peadas went to the house of Deno Nath and said you must go to Chowlea factory. Plaintiff said that he was sick but they insisted. They used some strong and insulting language and the plaintiff on this took his clothes out of his house and the peons placing themselves before and behind took him away.' Degumbaree another old woman says 'I did see Deno Nath taken away from his Vernda by the peons. Plaintiff was ill but they would not listen to his excuses but took him away by force of words.' This woman also identified the peons though she had never seen them before. Tarinee Churn Mozoomdar, another witness said that he saw the two peons with the plaintiff, one going before and another behind him, and they had sticks. The Dy. Magistrate however saw nothing in the above depositions which might substantiate the charge of the plaintiff. He therefore brought two other witnesses Tincoworee and Manulla whose evidence is however of much weight as they were total strangers to the plaintiff and were not cited by him. These two men said that they saw the two peons abuse, seize and pull away the plaintiff. The Dy. Magistrate however saw some discrepencies in their evidence and totally disbelieved their statements notwithstanding that they had no interest whatever to speak in favor of the plaintiff, as the plaintiff was no body to them but they had every cause of being afraid of the planter. But the most beautiful part of the story remains yet to be told. Mr. Deare could not rely on these witnesses, but he could rely on Mr. Selbey, the manager of Chowlea factory and the most interested party. He sent for this man and took down his deposition. The evidence of this man is nothing but a tissue of contradictions. In one place he says "I never sent peons to have him (plaintiff) seized and brought to my factory" and in the next place he says "I told Sree Naryan Sing to tell the Tusildar to send him (plaintiff) to me and at the same time to prepare the rent account with a view to the institution of a suit." Thus Mr Selby wishes to persuade the public that Deno Nath Mittra would come of his own accord to the factory to adjust his accounts that the planter might sue him! In one place he says "I did not use any abusive language to the plaintiff" and in the next place being cross examined by the plaintiff he says "I confess I called him a *budzat.*" He denies "he gave any order to realize the amount of his rent" but he acknowledges that he "spoke rather sharply about his rent." And this Mr. Selby says which Mr Deare believes that he sent for Deno Nath Mittra merely to adjust his account. We do not know whether these contradictions did amount to perjury, but we are really struck dumb that Mr. Dear could place any reliance upon the evidence of this witness. And even by contradicting his own statements, how does Mr Selby convict himself and his people! Regarding the detention of the plaintiff in the factory this witness quite innocently says "I heard he (plaintiff) was still seated in the Bashabaree and I told my people *to send him away.*" What can prove more clearly than the words italicised that the plaintiff was in the custody of the people in the factory and that he was not released till the Shaheb sent words "to send him away?" But Mr Deare could find nothing important in these. To our plain understanding it is clear as day that the charge preferred by the plaintiff has been substantially established by the evidence of all the witnesses. Will Government call for the papers connected with this case and institute an official enquiry into this case which has made some noise in the muffossil? Mr. Deare we are told has been staying at Magoora since 1861 with an interval of 2 or 3 years during which time he was posted at Nurrail. We think it is high time that he should be removed to some other place and make room for another person."

—:o:—

THE APPOINTMENT OF MANAGERS IN JOINT PROPERTIES—The genius of Sir George Campbell has brought to light a real grievance of the country. Indeed he owes the hint to the Board of Revenue, but it is due to Sir George the prompt action which has been taken in connection with the matter The tenants who pay three or four share-holders are often subjected to serious inconvenience, and the hardship is equally great on the side of the landlords. The village which has four masters has generally as many gomastas and twice as many peons to collect the rents separately for the landlords. This causes oppression to the ryot and the weaker party and disputes among the co-partners. The ryot has thus to pay the gomasta his illegal *poorabee* fou times over the usual amount. Oftentimes the entire property is sold for the default of a single co-sharer The Commissioner of Burdwan writes to the Board of Revenue that 'As a rule, the principal sharers in joint estates have each their malcutchery and separate collecting agency. This is harrassing to the tenants, but it is an old practice in the district. The different sharers do not in all cases collect rents at the same rate. Of two eight annas sharers, one may realize much more than the other. It is stated that a certain powerful zemindar in the Hoogley District with a four-fith share realizes 7 times as much rent as the one-fifth shareholder' The Buckergunge Collector writes: "Indeed the person who is probably the most to be pitied in the transaction is the small shareholder, especially if such person happens to be a woman or a minor. It is only too common for the latter to be practically dispossessed by the more powerful co-sharer." In September 1872, a petition was presented to the Governor General in Council by certain ryots of Hizley in the Medinapoor district complaining that they are to pay to several shareholders separately which causes them a great deal of inconvenience, and praying as a remedy for this hardship that orders might be given for the partition of the property among the Zemindars according to their respective shares Again, the recent disturbance of Pubna may be partly attributed to the disputes among the share-holders of joint properties. The Lieutenant Governor suggests a remedy. He suggests to appoint a joint Sharbarakar to represent the interest of all the shareholders. He says that the appointment of a joint manager to such estates is by no means new or unusual. It has been reported to His Honor that in Burdwan there is a common agent or gomosta who makes the collections for all the co-parceners and pay, to each his share of the rent. His Honor further points out section 25 of Reg. VIII of 1793 which says "if the joint proprietors of undivided estates should neglect to elect a sarberakar on the requisition of the collector of the revenue of the zillah in which such estates may be situated, the latter is authorized to nominate a manager for the approbation of the Board of Revenue, which manager, when confirmed by them, shall have the exclusive management as long as it may be thought advisable to continue him. The expense of the manager, as well as the responsibility for the public revenue, resting nevertheless with the proprietors." But this section was repealed at the instance of many landholders under Reg. 17 of 1805 on account of the "reluctance manifested generally by the proprietors to elect a manager." It appears however that the Lieutenant Governor is not too sure of the remedy he suggests, for the law which he proposes to enact was in full force in the land for twelve years and it was found so inconvenient that it was repealed. His Honor admits that as things are now situated in Bengal there are considerable difficulties in the way, for the effect of the Hindoo and Mohomedan law of inheritance and other causes are such that there are very few estates in the country held by single owners. His Honor therefore now desires in accordance with the suggestion of the Government of India to invite the views of the representatives of the landed interest as to the measures which will secure the object with the least disturbance of the rights of the several shareholders on a joint state and which would generally be open to the least objectiou; and he accordingly directs that copies of his resolution be sent to the various societies in Calcutta and elsewhere for opinions and suggestions.

বিজ্ঞাপন।

সতর্কত।

সহর কলিকাতার মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট মুনসী সদর উদ্দীনের লেনস্থিত ১৩ ও ১৩৭ নম্বর ও জেব লেন স্থিত ১ নম্বরের ১৪, ১১, ১৬, ২১, ২৮, ৩১, ৩২, ও ৫০ নম্বরের গৃহ সকলে ধীন সিংহের যে সত্ব, সম্পর্ক ও লাভ আছে তাহা নীলাম করণোদ্দেশে কলিকাতার সেরিফ যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন আমরা তত্ সম্বন্ধে এই সংবাদ দিতেছি যে মৃত টীকা সিংহের নাবালক পুত্র নরেন্দ্র সিংহ মৃত টীকা সিংহের সম্পত্তি যথোচিত রূপে তত্ত্বাবধারণ করিবার ও উক্ত সম্পত্তিতে ইহার পর আর কেহ হস্তক্ষেপ না করিতে পারে এই জন্য আদালতের নিষেধাজ্ঞার ও সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেওয়ার ও উক্ত বিষয়ে এক জন রিসিবার নিযুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া উক্ত ধীন সিংহ এবং পার্ব্বতী বিবির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক আরজি দাখিল করিয়াছেন।

রজার্স এবং হেম্ফ্রী
নরেন্দ্র সিংহের এ্যাটর্নীগণ।

—আমরা গত সপ্তাহে আমেরিকার চর্ম্ম ও লোম শূন্য অশ্বের বিবরণ প্রকাশ করি। এ সপ্তাহে তদপেক্ষা উক্ত দেশের আর একটী অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ করিতেছি এরূপ কখন কেহ দেখেন নাই, শুনেন নাই। আজ বৎসর ১৫ হইল, একটী স্কুলে দুইটী বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেন। দুইজনে অত্যন্ত প্রণয় ছিল, একত্রে আহার বিহার উপবেশনে অধ্যয়ন করিতেন। তাহাদের পাঠ সমাপন হইলে দুই জন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাটী গিয়াও দুই জনের বন্ধুতা কিছু মাত্র লাঘব হইয়াছিল না। কিছু দিন পরে ইহার এক জনের বিবাহ হইল। দুইবৎসর তিনি স্বামীর সঙ্গে সুখে অতিবাহিত করিলেন এবং তাহাদের একটী পুত্র সন্তান হইল। দুইবৎসরের শেষে, স্ত্রীটীর অবয়ব ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল, তাহার পূর্ব্বকার বামাস্বর ক্রমে পুরুষের স্বরের ন্যায় মোটা হইতে লাগিল, তাহার কর ও হস্ত পূর্ব্বে কোমল ও ক্ষুদ্র ছিল, ক্রমে উহা শক্ত ও বড় হইয়া পড়িল, তাহার চালি চলতিও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং শেষে তাহার মুখে প্রচুর ঘন দাড়ি উঠিল। তখন স্ত্রীর প্রকৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া তিনি যে পুরুষ হইতেছেন সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিল না। তখন তিনি ডাক্তারদিগের নিকট চিকিৎসা হইতে আরম্ভ হইলেন, কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে তিনি সর্ব্বাঙ্গ বিশিষ্ট এক পুরুষ হইয়া উঠিলেন। তাহার স্বামী বাধ্য হইয়া তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এখন তাহার বাল্য কালের প্রণয়িনী বিদ্যালয়ের সেই বালিকাটীকে বিবাহ করিলেন। এক্ষণ তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন।

—ডামহীর রাজা যুদ্ধে যে সমুদায় শত্রুগণকে ধৃত করেন, তাহাদিগকে হত্যা করেন। যে দিন এই ব্যাপারটী হয় সেই দিন রাজা রাজমন্দিরে আসিয়া উপবেশন করেন, মণি মুক্তা খচিত একটী ছত্র তাহার শিরোপরি ধরা হয়, কয়েক জন বলবান স্ত্রী তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। রাজার চারি পাশে কাঁটরা দ্বারা ঘেরা হয়, এই কাটরার মধ্যে কেহ আইলে তৎক্ষণাৎ তাহার শিরচ্ছেদন করা হয়। ইহার সম্মুখে চারিজন সৈন্য বধ্য ব্যক্তি গণকে মস্তকে করিয়া দণ্ডায় মান থাকে। ইহাদের গালের মধ্যে এক খানি কাটি প্রবেশ করাইয়া উহা এইরূপে বান্ধা থাকে যে তাহারা কথা বলিতে পারে না, তাহাদের হাত বাঁধা থাকে এবং প্রত্যেককে এক এক খানি ঝুড়ির মধ্যে কঠীন রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ থাকে, কেবল কোমর এক খানি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। রাজার সম্মুখে রাজ মন্ত্রী জানু পাতিয়া বসিয়া থাকেন। রাজা বধ্য দিগকে বধের আজ্ঞা দেন এবং মন্ত্রী ইহা উচ্চৈস্বরে সকলকে শুনাইয়া দেন। তিনি শেষে বধ্যব্যক্তি দিগকে বলিয়া দেন যে রাজা যে সমুদায় কথা বলিলেন, তাহাদের বুড় রাজার নিকট গিয়া বলিতে হইবে। বুড় রাজা, বর্ত্তমান রাজার পিতা এবং ৯ বৎসর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের পথ খরচের নিমিত্ত মনত্রী তাহাদিগকে এক বোতল রম মদ ও কতক গুলি কড়ী দেন। বধ্য দিগকে তাহার পর একটী প্রায় ১৪ হাত উচ্চ মঞ্চের উপর হইতে ঝুড়ির মধ্যে করিয়া নিক্ষেপ করা হয়, এবং মাটিতে পড়িলে জল্লাদেরা তাহাদিগের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে এবং ছিন্ন মস্তক উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে দেখায়। তাহার পর ছিন্ন মস্তক দ্বারা ক্রমাগত তিন দিন রাজ দ্বার শোভিত হয়। সেখান হইতে তিন দিন পরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং উহাদ্বারা রাজ অন্ত পুরে লইয়া গিয়া রাজার পানীয় পাত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে সম্বাদ পত্রের নিমিত্ত ৮০ লক্ষ টাকা খাটে। ৫৯ খানা সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হয়, ১৪০০ জন লোক ইহাতে কাজ করে ইহাদের বেতন দুই লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ইহার নিমিত্ত যে দ্রব্যাদি ব্যবহার হয় তাহার মুল্য ১০ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া পুস্তক এবং অন্যান্য বাজে কাজের নিমিত্ত একশতের অধিক ছাপাখানা আছে এবং ইহাতে ১৩ শত লোক কর্ম্ম করে।

—নরওয়ে বাসীরা বলেন যে, কলম্বাসের আমেরিকার গমনের পুর্ব্বে ইরিকসন নামক একজন নরওয়েবাসী আমেরিকায় গমন করিয়া সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। নরোয়েবাসীরা আমেরিকায় এই ব্যক্তির একটি প্রতিমুর্ত্তি নির্ম্মান করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন।

—ফারাশিশ দেশে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ধাত্রীর স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা সন্তান পোষণ ও প্রতিপালন করেন, তাহাদের একশতের মধ্যে প্রায় ৫২টি শিশু অবস্থায় মরিয়া যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তি যাহারা আপনা আপনি সন্তান লালন পালন করে তাহাদের শতকরা ১২ টি মাত্র সন্তান শৈশবাস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়। এদেশে এক্ষণ কোন কোন উন্নত ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের দেখা দেখি অন্যের দ্বারা সন্তান পোষণ ও লালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা বোধ হয় উপরের বিষয়টী দেখিয়া সতর্ক হইবেন।

—সম্প্রতি একখানি সম্বাদ পত্রে ইউরোপীয় অনেক গুলি আশ্চর্য্য ক্লাক ঘড়ির বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। তার একটি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। এটি ফারাশিশ দেশে ছিল। এই ক্লাকটি ১৫৭১ খৃ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫৭৪ অব্দে প্রস্তুত হয়। যে কারিগর ইহা প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হন, তিনি ইহা প্রস্তুত করিতে করিতে চক্ষু হারান। এই ক্লাক দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতির গতি সমুদায় প্রদর্শিত হইতেছে এবং উঁহাদের প্রকৃত গতির সঙ্গে এক মূহুর্ত্তের অনৈক্য হয় না। ঘড়িটিতে একটী পাখি সংলগ্ন আছে এবং তাহার শরীরে এই সমুদয় গ্রহ উপগ্রহের গতি সমুদয় পরিদর্শিত হয় এবং কবে চন্দ্র কি সূর্য্য গ্রহণ হইবে তাহাও ইহা দ্বারা সূক্ষ্ম রূপে গণনা করা হয়। রবিবারের দিন ঘড়িতে সূর্য্য রথে আরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সারা দিন ভ্রমণ করিয়া অস্তে যান, আবার সোম বারে চন্দ্র ঐ রূপ ভ্রমণ করিয়া দিবান্তে অস্তমিত হন। প্রতি রবি ও সোমবারে এই রূপ চন্দ্র ও সূর্য্য পরিভ্রমণ করেন। এই ঘড়ির উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকে দুইটী বালক দণ্ডায়মান আছে এবং উত্তর দিকস্থ বালকের হাতে একটী রাজদণ্ড আছে। ঘড়িতে যে কয়েটী বাজে, এ বালক রাজদণ্ড সেই কয়েক বার নাড়ে, আবার দক্ষিণ দিকস্থ বালকের হাতে ঘড়ির গ্লাশ আছে। সেটী ক্লাকের সঙ্গে সঙ্গে সমান চলে। চারিটি ছোট ছোট ঘণ্টা আছে এবং প্রত্যেক ঘণ্টায় কোয়াটার বাজে। প্রথম কোয়াটারে একটি বালক উপস্থিত হইয়া একটি কল দ্বারা ঘণ্টা বাজায় এবং বাজাইয়া চতুর্থ কোয়াটরের ঘণ্টায় নিম্নে গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কোয়াটরে একটী যুবক উপস্থিত হইয়া অস্ত্র দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজায় এবং প্রথম বালক যেখানে গিয়া দণ্ডায় মান হইয়াছিল সেইখানে গিয়া দাঁড়ায়। তাহার পর একজন পৌঢ় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া টাঙ্গি দ্বারা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টা বাজায় এবং বাজাইয়া যুবকের স্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হয়। চতুর্থ কোয়াটরে এক বৃদ্ধ, কুঁজ, লাঠি হাতে করিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রথম হইতে চতুর্থ ঘণ্টা বাজাইয়া প্রৌঢ়ের স্থলে উপস্থিত হয়। যে চারি কোয়াটর বাজিয়া যায়, আর অমনি মৃত্যু আসিয়া ঘড়ি বাজান। যেস্থলে বালক যুবা প্রভৃতি অবস্থি করে, তাহার মস্তকের উপরে মৃত্যু থাকেন। প্রত্যেক কোয়াটর যেমন বাজে তেমনি মৃত্যু বাজাইতে আইসেন কিন্তু যিশু খৃষ্ট উপস্থিত হইয়া প্রতিবন্ধক জন্মান। যে চারি কোয়াটর বাজে আর যিশু খৃষ্ট পথ ছাড়িয়া দেন এবং মৃত্যু আসিয়া নিজের অস্থি দ্বারা ঘড়ি বাজান ও দ্বিতীয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেখানে দণ্ডায়মান থাকেন। যে ১২টা বাজে আর ১২ জন এপোসলস্ অর্থাৎ খৃষ্টের শিস্যগণ আসিয়া উপস্থিত হন। আসিয়া যিশু খৃষ্টের সম্মুখে জানু পাতিধা উপবেশন করেন এবং তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। ক্লকের একটী চুড়া আছে, এবং ইহাতে একটী বাদ্য যন্ত্র আছে। ইহাতে ৩, ৭. এবং ১১ টার সময় ভিন্ন ভিন্ন গদ বাজে। খৃষ্টিমাস, ইষ্টার, হুউটসন টাইড প্রভৃতি তিনটি খৃষ্টান পরবে তিনটী যিশুর প্রতি ধন্যবাদ গীত হয়। যে এই বাদ্য কাণ্ড সমাপন হয় অমনি চূড়ার উপর একটী মোরগ আসিয়া পাখা নাড়ে এবং তিন বার ডাকে। আমরা আগামীতে আর কয়েকটী আশ্চর্য্য ক্লাকের বিষয় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

—আমরা নিম্নের সম্বাদটী কোন সম্বাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম। মাথুর নামক এক খানি গ্রামে একটি স্ত্রী, তাহার স্বামী ও তাহার একটি শিশু সন্তান অবস্থিতি করিত। এক দিন রাত্রে তাহার স্বামী স্থানান্তরে গমন করে এবং সে শিশু সন্তানটি লইয়া গৃহে শয়ন করিয়া থাকে। ইতি মধ্যে একজন আসিয়া তাহাকে ডাকিল। স্ত্রী উপস্থিত ব্যক্তিকে স্বামী জ্ঞানে দুয়ার খুলিয়া দিল। সেব্যক্তিগৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার সন্তান কোলে লইতে চাহিল। সে তাহাকে স্বামী জ্ঞানে সন্তান তাহার কোলে দিল, পরে স্ত্রীটি প্রদীপ জালিয়া দেখে যে উপস্থিত পুরুষ তাহার স্বামী নহে, এক জন চামার মাতাল হইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। সেইহা দেখিয়া তাহাকে পাকড়া করিবার মনন করিল এবং গৃহ হইতে বাহির হইয়া বাহির দিক হইতে দরজার সিকল লাগাইল। মাতাল গৃহে আবদ্ধ হইয়া স্ত্রীটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল যে দুয়ার "খুলিয়া দে, নচেৎ তোর ছেলেকে মারিয়া ফেলিলাম" স্ত্রী টি তাহাতে কর্ণপাত করিলনা। মাতালউন্মত্ত হইয়া ছেলেটিকে ভূমে নিংক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিল এবং সে চাল ভাঙ্গিয় বহির্গত হইবার যত্ন করিতে লাগিল। চালের মধ্যে দিয়া যে সে মাথা বাহির করিয়া দিয়াছে আর স্ত্রীটী একখানি অস্ত্রের আঘাত দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ইহার মকদ্দমা মাজিষ্ট্রীতে উপস্থিত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট স্ত্রীটীকে ৩০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

—:o|o:—

প্রেরিত।

মুঙ্গের ডাক্তার উমেশ বাবু।

যে চিকিৎসক আপনার লাভালাভের প্রতি বিবেচনা না করিয়া পরের দুঃখে বিগলিত হন, যিনি দুঃখী ব্যক্তিকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনার প্রাপ্য অর্থ লওয়া দূরে থাকুক স্বকীয় উপার্জ্জিত ধন হইতে তাহার ঔষধ ও পথ্য প্রদান করেন, এমন সৎ চিকিৎসকের প্রতি মুঙ্গের কেন, জগতের সকল লোক এককালে আকৃষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের উমেশ বাবু সেই ধাতুর লোক। আমি যত বার তাঁহার নিকটে গিয়াছি, যতবার দীন দুঃখীকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি তত বারই তাঁহার আশ্চর্য্য স্বার্থপরতা শূন্য ব্যবহার দেখিয়া এক কালে চমৎকৃত হইয়াছি। দাতব্য চিকিৎসালয়ে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি কখন নিজে স্বহস্তে

রোগীর ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রদান করিতেছেন কখন রোগীর পথ্যের জন্য ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত মত পথ্য দেওয়া হইতেছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, কখন ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দাতা ঔষধ দিতেছে কি না তাহার পরীক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার সঙ্গে আরার দয়া ও সমবেদনা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার মুখশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে। এই জন্যই তিনি মুঙ্গেরস্থ সকলের জীবন স্বরূপ, এই জন্যই কি ইংরেজ কি বাঙ্গালি কি দেশীয় সকলে তাঁহাকে পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, এই জন্যই যখন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার কথা হয় তখন সকলে ঐক্যে আমাদের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে একজন চিকিৎসক তিন মাস মাত্র এখানে আসিয়া সেই দুঃখীগণের পিতা স্বরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তির উপর চিকিৎসালয়ের উপযুক্ত রূপে তত্বাবধারণ করেন না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকটে অপবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি এই প্রকার মুঙ্গেরের জীবনে আঘাত প্রদানে কেন উদ্যত হইয়াছেন তাহা জানি না। বোধ হয় তিনি ঔষধ দাতার গৃহে চিকিৎসকের ঘরের ঔষধ দেখিতে পাইয়া সম্ভবত এই কলঙ্ক দিয়া থাকিবেন। বোধ হয় উমেশ বাবুর অনুপস্থিতি কালে নূতন লোককে আসিতে দেখিয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবেন। অতএব তাঁহার বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এ প্রকার কার্য্য করা কখন উচিত হয় নাই। ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইহার মীমাংসা করিবেন এবং মুঙ্গের তজ্জন্য তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যিনি দুঃখীর জীবন তিনি দুঃখীর কার্য্যে অমনোযোগ করিবেন তাহা কনখই সম্ভব নহে। এ বিষয়ে অত্রত্য সকলে দৃঢ় রূপে যে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীতারিণী চরণ রায়।

——:০।০:——

ঢাকা থিয়েটার কোম্পানির নব নাটকের অভিনয়।

গত বৎসর ঢাকা নগরিতে, কৃতবিদ্যগণের উদ্যোগে "রামাভিষেক নাটক" অভিনীত হয়। আমরা জনা দশেক কুড়িটি টাকা খরচ কোরে দেখতে গেলাম। হঠাৎ একটা শিসের মত আওয়াজ হলো সম্মুখে এক খানা লাল কাপড ঝুলিতে ছিল বোধ হলো কে যেন দুই দিগ হইতে টান দিয়া লইয়া গেল। বল্‌বো কি সম্পাদক মহাশয় তার পরে যে এক খানা রং করা পরদা দেখা গেল সে খানা অতীব আশ্চর্য্য, তাহাতে কত অট্টালিকা বাগান ইত্যাদি, শুনলেম সেটা, রাজা দশরথের অযোধ্যাপুরি। এরি মধ্যে আবার কে উপর থেকে সেই পরদা টিকে একটা শিস্‌ দিয়ে জড়িয়ে তুলে নিলে দেখে, ভেবাচেকা হলেম। আবার তার পরে গনি মিঞার ফ্লোরওয়ালা কঠুরির মত একটা কুঠরি, তাতে একটী পুরুষ আর স্ত্রী লোক দাঁড়িয়ে কতকক্ষণ মূখস্থ যুদ্ধ কর্‌লে, তার পরে যে আসে সেই মুখস্থ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কোর্‌লে, বুড়ীমাগা দাসী মন্থরা ও লেক্‌চার দিলে, তার মধ্যে আবার হাত তালি। ভাবলেম বুঝি প্রচারক মহাশয়ের উপদেশ। এই রকম মৃতের ন্যায় দাঁড়িয়ে লেক্‌চার দেওয়া হইলেই পালায়। আমরা দেখে অবাকি। তিন টে রাত বাজলে সকলেই বলিতে লাগিল বাঃ বেশ অভিনয়। পোগোজ সাহেব বলিলেন তাঁর ৪ টাকা সার্থক ব্যয় হইয়াছে, আমরাও সেই দেখে বোল্‌লেম সার্থক হোয়েছে। কিন্তু এখন ভাবি কুড়ি কুড়িটে টাকা কেন এঁদো পুষ্করিণীর জলে বা ফেলে দিলেম হয়ত একেবারে গেল। সকলে বলিতে লাগিলেন, অভিনয় বড 'খাসা' হইয়াছে। পাঠকগণ এই সকলের মধ্যে এত দিবস পর্য্যন্ত আমরাও। কিন্তু হিন্দু নেসনেল থিয়েটার নামক নট সম্পদায় আসিয়া যে অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আর আমরা জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদিগের প্রথম দিবসের অভিনয় দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত হইলাম, এবং বলিতে লাগিলাম যে পৃথিবীতে এই রূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় থাকতে জঘন্য রামাভিষেকের অভিনয় দেখ্‌তে কার প্রবৃত্তি জন্মে? বাস্তবিক মহাশয় সেই অত্যৎকৃষ্ট অভিনয় দর্শন করে ঢাকার অভিনয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল কেবল আমাদের বোলে নয়, সহরের অধিকাংশেরই এই অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এক রাত্রি নবনাটক অভিনয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন ঢাকা থিয়েটর কোম্পানির মেম্বরগণ ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে "নবনাটক কখনও অভিনয় করিতে পারিবেনা"। ভয়ানক গণ্ডগোল বেধে গেল এই হেতু নাটকের শিক্ষায় এবং অভ্যাসের ক্রুটি অনেক হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহারা নাটকের কতক অংশ পরিত্যাগ করেন কিন্তু তাঁহারা যে অংশ সকল অভিনয় করিয়া ছিলেন তন্মধ্যে দোষ খুব অল্প। যখন হিন্দু নেসল্যাল কোম্পানী এবং ঢাকা থিয়েটর কোম্প্যানী নাটকাভিনয় লইয়া গোল যোগ করেন সেই সময় শেষোক্ত কোম্পানী বলিয়াছিলেন জন্মাষ্টমীর সময় অভিনয় দেখাইবেন কারণ সেই সময় গ্রাম হইতে বিস্তর লোক তামাসা দেখিতে ঢাকাতে আগমন করে। আমাদের মনে ঢাকার নবনাটকের অভিনয় দেখিয়া কৌতুহল সঞ্চিত রহিল। বিশেষতঃ কতক গুলি আডম্বর দেখিয়া কৌতুহল আরো বৃদ্ধি হলো। এই সব দেখে শুনে আপামর সাধারণের অন্তঃকরণে একটি ভরসা হইল, বোধ হয় অভিনয় ভাল হইবে। শেষে অভিনয় দেখিয়া এই কটি কথা সকলেরি স্মরণ হইল যথা; —

১। বহু আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া

২। যত ডাকে তত বর্ষে না

৩। হিমালয়ের মশা প্রসব।

দর্শক মাত্রেই অসন্দিহান চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে ঢাকা কোম্পানির নবনাটক অভিনয় হিন্দু নেশনাল থিয়েটারের শতাংশের একাংশও হয় নাই, এমন কি কালেজিয়েট স্কুলের ছাত্রবর্গও ইহা হইতে ভাল অভিনয় করিয়াছে, এবং শ্রীনগর থিয়েটারের ও কতকাংশ ইহা হইতে উত্তম হইয়াছিল।

ঢাকা! আমরা জনদর্শক।

——000——

পত্র প্রেরকের প্রতি।

রাণাঘাট। পত্র প্রেরক এরূপ জঘন্য সংবাদ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিতে কি লজ্জা বোধ করেন না?

নড়াইল। বাবু কালীদাস রায় তত্রত্য পাঠ্য সভার সম্পাদক হইয়া সভার প্রায় তাবৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শ্রীরাম বল্লভ রায়, মাছুলিয়া, শ্রী ট্ট। মাছুলিয়া স্কুল সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে মহারাণী স্বর্ণময়ী তত্রত্য স্কুলের মানচিত্রের অভাব মোচনার্থে বিংশতি মুদ্রা দান করিয়াছেন।

আর, বি, আর, মাছুলিয়া। আগামী কোন বারে প্রকাশ্য।

শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত, নড়াইল। আপনার প্রস্তাবটী পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। উহার লেখাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রস্তাবটী সাতিশয় দীর্ঘ বলিয়া ইহার জন্য আমরা পত্রিকায় স্থান করিতে পারিলাম না।

চাটগাঁ। এরূপ পত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতে নাই।

—— 000 ——

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু	অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাগবাজার	৬৷৷০
,,	মদনমোহন মিত্র বাহির শিমলা	২৷৷০
,,	মৌলবি নওয়াজেশ হোসেন বালিয়াঘাটা	৩৸০
,,	লক্ষ্মণচন্দ্র পাল রাইটর্স বিল্ডিং	৪
,,	গিরিধারি দত্ত রেবিনিউ বোড	৩
,,	মহেন্দ্রনাথ ঘোষ হিয়াতপুর	৮
,,	ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিমতলা	৬৷৷০
,,	লোহারাম শিরমণি বহরমপুর	৮
,,	বাবাজি কিশোরবান মোহন্ত চট্টোগ্রাম	৮
,,	যাদবচন্দ্র দত্ত মাগুরা	৪৷৷০
,,	কৈলাসচন্দ্র সেন বরিশাল	৪
,,	গুরুপ্রসাদ সেন বরিসাল	৪
,,	গোবিন্দরাম বড়ুয়া গৌহাটী	১০
,,	খাজা এনাএতউল্লা চৌধুরী রংপুর	১০
,,	রাজকুমার দত্ত চট্টোগ্রাম	৮
,,	রামলাল বসু শ্যামপুকুর	২
,,	লালাদেবকী নন্দন ভবানিপুর	৬৷০
,,	রাধিকানারায়ণ ঘোষ নেবুতলা	৮
,,	রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার	৩৷৷০
,,	গোপাললাল শুর কষ্টমহাউষ	৩
,,	গোপাললাল মিত্র কলিকাতা	২
,,	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কয়লা ঘাটা	৩
,,	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমহার্ষ্টষ্টীট	২
,,	যদুনাথ বসু সিমলা	২
,,	যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র রাইটার্‌স্‌ বিল্‌ডিং	১
,,	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফেয়ারলিপ্লেশ	২
,,	যোগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা	৩৶
,,	যদুনাথ সরকার বেনেটুলি	৬৷৷০
,,	জলধর মুখোপাধ্যায় ফ্যান্সীলেন	৩
,,	হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফেয়ার লিপ্লেশ	২।৶
,,	কৃষ্ণচন্দ পাল ঐ	২
,,	গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৩
,,	হারাধন চট্টোপাধ্যায় যশোহর	৫
,,	লোকনাথ রায় উকিল ময়মন সিংহ	৮
,,	ভবানীচরণ চৌধুরী দিনাজপুর	৫
	রাজসাহী সভা রাজসাহী	৪৶০
,,	দেবকিনন্দন সেন ঐ	৮
,,	কেদারকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহ	১১
,,	ভগবান চৌধুরী কাস্টমহাউস	১৷৷০
,,	দ্বারিকানাথ দাস গনিপুর, মালদহ	৮
,,	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগবাজার	৭৷৷০
,,	শশীভুষণ চট্টোপাধ্যায় ঐ	২
,,	মহেন্দ্রনাথ রায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রৈট	৮
,,	শ্রীনিবাশ ঘোষ শিলস্‌ কলেজ	৫
,,	ঈশানচন্দ্র ঘোষ মানিকতলা	৩
,,	ব্রজলাল পালিত কামার ডাঙ্গা	৬৷৷০
	সেক্রেটারি হিতকারিণী সভা জব্বলপুর	৮
,,	কালীগতি মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর	৪
"	কালীনাথ দে কমিল্লা	৮
,,	মদনমোহন ঘোষ উল্লাপাডা	৪
,,	প্রসন্নচন্দ্র রায় পাবনা	৫
,,	রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় দিল্লী	৫
,,	বানিকান্ত মজুমদার কুমারখালি	৮
,,	মহেন্দ্র নাথ দাস শিবনারায়ণ দাসের গলি	৩৸০
,,	কুমুদ কৃষ্ণ মিত্র সিমলিয়া ষ্ট্রীট	২
,,	প্রাণ কৃষ্ণ বসু পটলডাঙ্গা	১

,, ব্রজনাথ বাগচি শ্যামবাজার	১
,, মধুসূদন সেন কলূটোলা	৬৷৷০
,, রাজমোহন সরকার ঢাকা	৫
,, প্রিয়নাথ সরকার শ্রীপুর, টাকী	৮
,, রমেশ চরণ রায় চাটগা	১০
,, উপেন্দ্র নাথ দত্ত এগ্রিকলচর আফিশ	৩৬০
,, গোপাল কৃষ্ণ বসু ট্রেজরি	১
মুনশি খোদাবকস উলুবাড়িয়া	৪৷৷০
,, মোবরক আলি দৌলত খাঁ	৮
বাবু শরৎ চন্দ্র বন্দোপাধ্যয় বড়পেটা আসাম	৫
,, জীবন কৃষ্ণ বসু কম্বলিটোলা	২
,, অক্রুর চন্দ্র রায় সোভাবাজারষ্ট্রিট	১৬০
রায় ধন পতি সিংবাহাদুর আজিমগঞ্জ	৭
বাবু উগ্রকণ্ঠ ঠাকুরতা বানরিপাড়া	৫
,, গোকুল চন্দ সিংহ দমদমা	৪
,, হরিচৈতন্য ঘোষ চট্টগ্রাম	১০
রাজা যোগেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর টোর রাজধানি	৪৷৷০
বাবু আশুতোষ রায় পূর্ণীয়া	৫
,, শিব চন্দ্র সর্ব্বাধিকারি চালাস্কুল শেরাজগঞ্জ	৮
,, উমানাথ সেন কোচবেহার	৮
,, তিনকড়ি সিংহ অন্নদা মুখপাধ্যায়ের লেন	৩
,, বলরাম ঘোষ ঢাকা	৮
,, রামচন্দ্র মিত্র ঢাকা	৮
,, হরিচরণ চক্রবর্ত্তি ঢাকা	৮
,, ঈশান চন্দ সেন বরিশাল	৮
,, গোপাল গোবিন্দ সেন গোয়ালপাড়া	৮
,, যদুনাথ বসু বহুবাজার	৩
,, কমলা কান্ত পাল নেউগি পুখুর	৬৷৷০
,, যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় গোয়ালপাড়া	১০
,, ঈশান চন্দ রায় কালিগঞ্জ	১০
,, অনঙ্গ মোহন দেবরায় ছান্দড়া	৮
,, রাম তারণ নন্দী চুনার	৫
,, উমেশ চন্দ দত্ত রাম বাগান	৬৷৷০
,, গিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শোভাবাজার	১
,, প্রতাপ চন্দ্র রায় ঢাকা	৮
,, উমেশ চন্দ্র রায় জাড়া	৮
,, জানকী নাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা	৮
,, চন্দ্র কুমার গুহ ফরিদপুর	৩
,, বেনীমাধব বসু গুয়াবাগান	২
,, রামগোপাল চাকি মাদারিপুর	৮
,, গোপালচন্দ্র মুহরি মহেশপুর	৮
,, পূর্ণচন্দ্র রায় সুকিয়াষ্ট্রিট	২
,, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মগরা	৪
,, চন্দ্রশিখর বসু দরভাঙ্গা	৮
,, নিভাচন্দ্র রায় চট্টগ্রাম	৫
,, গণেশপ্রসাদ শীং কেদার পাড়া	৭৷০
,, উমাচরণ কাস্তগিরি রংপুর	৫
,, নীলকণ্ঠ বসু পুরি	৮
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর টানা, বম্বে	৮
,, দক্ষিণাচরণ নদ্দী হুগলি	৫৷৷০
,, কেদারনাথ দাসমালদহা	১০
,, গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কাড়াগোলাঘাট	৮
,, বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী বাঁকিপুর	৮
,, উমেশচন্দ্রপাল পার্কষ্ট্রিট	৫
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় লণ্ডন মিশনরি	২
,, রাখালচন্দ্র রায় বরিশাল	১০
,, অম্বিকাচরণ মল্লিক চাপাতলা	১
,, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ খুলনীয়া	৮
,, রামকানাই গোস্বামী শান্তিপুর	৭
,, ব্রজেন্দ্রকুমার শিল আলিপুর	৮
,, জলধর শাহা শিরাগঞ্জ	১
,, করুণাকুমার সেন যোড়াসাঁকে	৬৷৷০
,, প্রাণকৃষ্ণ ক্ষেত্রি ববড়াজার	৫
,, উমেশচন্দ্র শান্যাল শ্রীকোল	৮
মুনশীজিন্নর রহমন তালিরপুর	৮
,, কালীনারায়ণ সিংহ বড়ুয়া ফরিদাবাদ	১০
,, কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহ	১৫
,, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কটক	৫
,, ব্রজলাল সান্যাল বাঁনারস	২৷৷৵০
,, কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজমহল	৫
,, গোবিন্দনাথ রায় চৌধুরী লক্ষনপুর	৩
,, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় নশিপুর	২৷৷০
,, নন্দলাল রায় রাইপুর	৮
,, কুমার সত্য২ ঘোষাল বাহাদুর বরানগর	১০
,, মহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচার্য্য বরীনগর	৮
,, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী পটীয়া	৬৷৷
,, জয়কৃষ্ণ বসু শোভাবাজার	২৷৷৵
,, রাধারমন সেন আহিরিটোলা	৩
,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা	৩
,, আনন্দচন্দ্র রায় রানাঘাট	৭
,, ভুবন মোহন ভট্টাচার্য্য ঐ	৩
,, যদু গোপাল গোস্বামী ঐ	৩
,, নিলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ঐ	৬৷৷
,, গুরু প্রসন্ন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটা	৪
,, মানিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাতুড়িয়া যশোর	৩৬
,, ত্রৈলাক্য নাথ মতিলাল শ্যামবাজার	

বিজ্ঞাপন।

FOR SALE

VERY CHEAP

An English built Brougham and a half garee in excellent order.

Apply to Babu B. C. Dass

No 92 Bowbazar Street.

বিধবা বিবাহ।

১৫ বৎসর বয়স্কা রাঢ়ীশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণ বিধবা কুমারী বিবাহার্থে উপস্থিত যে কোন রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে চাহেন, বহুবাজার ৯২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মাকে লিখিবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

দুর্গাপূজার বন্দোপলক্ষে রিটারণ টিকিট।

দুর্গাপূজার বন্দের সময় যাঁহারা ফার্ষ্ট, সেকেন কিম্বা ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভ্রমণ করিতে যাইবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে রিটরণ টিকিট বিক্রী করা যাইবে। সচরাচর একবার যাইতে যে ভাড়া লাগে সেই ভাড়া ও তাহার তৃতীয়াংশ এই টিকিটের মূল্য হইবে। যে কেহ এই টিকিট ক্রয় করিবেন তিনি ২১এ অক্টোবর ২ প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে যে ট্রেণে হউক টিকিট ক্রয়ের স্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। এই সকল টিকিটের ক্রেতাগণ পথের মধ্যে কোন স্থানে নামিয়া থাকিতে পারিবেন না।

সিসিল ষ্টিফেন।

কলিকাতা, ২৩এ আগষ্ট, ১৮৭৩।

গুপ্তযন্ত্র।

২৪ নং মির্জ্জাফর্সলেন, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ব্যবস্থাদর্পণ।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ্‌ট্যানার, ওয়েষ্ট, বার্লো, ইরিক্সেন প্রভৃতি চিকিৎসকগণের প্রেস্কৃপ্সন বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত হইবার সংকল্প আছে। ইহাতে ঔষধের গুণ ও আময়প্রয়োগ প্রভৃতি দেওয়া হইবে। সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ টাকা অন্যের প্রতি ১৷৷০ টাকা ধার্য্য হইল। যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন, দুই মাস মধ্যে আপন আপন নাম, ধাম, ডাকঘরের ঠিকানা এবং কয়খানি গ্রহণ করিবেন তাহার সংখ্যা ত্বরায় দিবেন।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ের
সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। (৩)

বঙ্গভাষায় রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গলি মেডিক্যাল জন্যাল্ অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ প্রত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাশুল ৷৷০ আনা৷৷ উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল। ইহার ডাকমাশুল ।/ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। [২]

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির যে সমস্ত কার্য্য উহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আপিষ গুপ্তযন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের মুদ্রিত নিয়মাবলী ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।